মাঠে - ময়দানে

ইস্টবেঙ্গলে না। লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন সনি নর্ডি। বাগান সমর্থকদের কথা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নেন নর্ডি।

অসুস্থ ক্রীড়াবিদ হাকাম সিংয়ের জন্য ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর।

আমনাকে নিয়ে বিশেষ ভাবনা ইস্টবেঙ্গলে

স্টাফ রিপোর্টার: আল আমনাকে নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা ইস্টবেঙ্গলে। এবার কলকাতা লিগে সিরিয়ান মিডফিল্ডারকে সব ম্যাচে দেখা নাও যেতে পারে। আমনাকে তুরুপের তাস হিসাবে বিশেষ ম্যাচে 'অস্ত্র' হিসাবে ব্যবহার করার চিন্তাভাবনা ঘুরছে টিম ম্যানেজমেন্টের মাথায়। কাদা মাঠের ঘরোয়া লিগে আমনাকে বেশি না খেলিয়ে আই লিগের জন্য তুলে রাখার পরিকল্পনা। তবে এখানেও একটা প্রশ্ন রয়েছে। এখনই তাকে ছেঁটে ফেলতে পারবেন না কর্তারা। আপাতত ঠিক হয়েছে, ঘরোয়া লিগ শেষের পর আমনার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন কর্তারা। কোয়েস কর্তারা ত্রিশোর্ধ্ব বিদেশিকে রাখতে তেমন আগ্রহী নন। গতবছর ঘরোয়া লিগে আমনা দারুণ ওয়ার্কলোড নিয়েছিলেন। তারপর আই লিগে অভিজ্ঞতা দিয়েটানলেও মাঝে চোট পেয়ে বেশি কয়েকটা ম্যাচ মাঠের বাইরে ছিলেন। এবার তাই ৩৫ বছর বয়সি বিদেশি মিডফিল্ডারকে নিয়ে একটু অন্যভাবে ভাবছে টিম ম্যানেজমেন্ট। মিডফিল্ডে মিনার্ভার কমলপ্রীত সিংকে তৈরি করে নেওয়া হচ্ছে। কমলপ্রীত মিনার্ভাতে সারা মরশুম রাইট ব্যাক পজিশনে খেলেন। তবে নতুন পজিশনে মানিয়ে নিতে তাঁর কোনও সমস্যা হচ্ছে না। এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, কোচ যেখানে খেলাবেন সেখানে খেলতে তৈরি আমি। নতুন পজিশনে খেলতে বেশ ভালই লাগছে। খাবরা, গুরুবিন্দারদের পর এবার ইস্টবেঙ্গলের আবার নতুন পাঞ্জাবি ব্রিগেড তৈরি হয়েছে। সেই ব্রিগেডের মধ্যে বালি গগনদীপ আবার বর্ষার কাদা মাঠ নিয়ে একটু চিন্তিত। তাঁর কথায়, কাদা মাঠে আগে কখনও খেলিনি। তবে, ম্যাচ শুরুর পর চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানিয়ে নেওয়া যায়। আমনা সব ম্যাচ না খেললেও কাশিম আইদারকে প্রথম একাদশে খেলাবে টিম ম্যানেজমেন্ট। কাশিম দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছেন। কাশিমকে মিডফিল্ডে 'ফ্রি' খেলানো হতে পারে। গত মরশুমে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হিসাবে খালিদ আউটো সুপার কাপে দারুণ নজর টেনেছিলেন। কাশিমকে দরকারে ডিফেন্স আবার কখনও অ্যাটাকিংয়েও খেলতে হতে পারে, সেটা প্রতিপক্ষ অনুযায়ী ঠিক করবে টিম ম্যানেজমেন্ট।

আজ এজবাস্টনে ভাঙতে চলেছে একাধিক রেকর্ড

বার্মিংহ্যাম, ৩১ জুলাই: ঐতিহাসিক এজবাস্টনে টেস্টে ভাঙতে চলেছে একাধিক রেকর্ড। অধিনায়ক হিসাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে টপকে যেতে পারে অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

● এজবাস্টন টেস্ট জিতলে অধিনায়ক হিসাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে টপকে যাবেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় অধিনায়ক হিসাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১টি টেস্ট ম্যাচ জয়ের নজির রয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। দেশের হয়ে সর্বোচ্চ২৩টি টেস্ট ম্যাচ জিতে এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন ধোনি। আর মাত্র একটি টেস্ট জিতলে টেস্টে সাফল্যের বিচারে সৌরভকে ধোনির পর দু'নম্বরে উঠে আসবেন বিরাট।

● প্রথম টেস্টের দুই ইনিংস মিলিয়ে ১০৭ বা তার বেশি রান হাঁকালেই টেস্ট ফরম্যাটে তিন হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে পড়বেন অজিঙ্ক রাহানে। ভারতের মিডল অর্ডারে এই ব্যাটসম্যানকে ইংল্যান্ড সফরের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হতে চলেছে। ভারতের ২২তম ব্যাটসম্যান হিসাবে ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসাবে ১৯১তম ব্যাটসম্যান হিসাবে তিন হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে পড়ার সুযোগ রয়েছে অজিঙ্কার সামনে। টেস্টে রাহানের বর্তমান রান ২৮৯৩।

● এজবাস্টনের মাঠে ৯৩ রান করলে ৪০০০ রানের ক্লাবে ঢুকে পড়বেন ভারতীয় ওপেনার মুরলী বিজয়। শেষবার ইংল্যান্ড সফরে ব্যাট হাতে ভরসা জুগিয়েছিলেন বিজয়। এবারও ওপেনিংয়ে তাঁর ব্যাটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কোহলি। ভারতের ১৬তম ব্যাটসম্যান হিসাবে চার হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে পড়ার সুযোগ রয়েছে বিজয়ের সামনে।

● ভারতীয়দের পাশাপাশি ব্রিটিশ ব্যাটসম্যান জো রুটও রেকর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে। ৪০ রান করলেই ৬ হাজার রানের ক্লাবে ঢুকে পড়বেন ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক। তাঁর বর্তমান রান ৫৯৬০।

● টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপকদের সেরা দশের তালিকায় প্রবেশ করার সুযোগ রয়েছে স্টুয়ার্ট ব্রডের। আর মাত্র ৫ উইকেট পেলে (বর্তমানে উইকেট পেয়েছেন ৪১৭টি) বিশেষ ক্লাবে ঢুকে পড়বেন ডানহাতি ব্রিটিশ পেসার। দক্ষিণ আফ্রিকার দুই পেসার ডেল স্টেইন ও সন পোলককে (৪২১টি) টপকে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট প্রাপকদের দশ নম্বরে উঠে আসবেন ব্রড। সেই সঙ্গে ২৪রান করলে টেস্টে ৩০০০ রানের গন্ডিও টপকাবেন এই পেসার।

● কোহলিদের বিরুদ্ধে এজবাস্টনে টেস্ট ইংল্যান্ডের ১০০০তম টেস্ট ম্যাচ। ১৮৭৭ সালে প্রথমবার টেস্ট ম্যাচ খেলেছিল ব্রিটিশরা। মেলবার্নে ১৫ থেকে ১৯ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড। ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় সেই ম্যাচই আবার প্রথম আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ। প্রথম পাঁচ দিনের ফরম্যাটের সেই ম্যাচে ৪৫রানে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। ১৮৭৭সালের পর এখনও পর্যন্ত ৩৫৭টি টেস্ট জিতেছে ইংল্যান্ড। হেরেছে২৯৭টি আর ড্র করেছে ৩৪৫টি ম্যাচ। কোহলিদের বিরুদ্ধে মাইলস্টোন ম্যাচে নামার আগে ইংল্যান্ডকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে আইসিসি।

২-৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ

স্টাফ রিপোর্টার : বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আগামী ২-৫ আগস্ট পর্যন্ত চলবে ৬৮ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার যে চ্যাম্পিয়নশিপের বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কমলকুমার মিত্র। ৩৮টি বিভাগ থেকে এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করবেন মোট ১২০০ অ্যাথলিট। যার মধ্যে সবথেকে বেশি ১২২ অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করবে ইস্টঙ্গেল ক্লাব থেকে। এছাড়া রয়েছে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, এরিয়ান ক্লাব, কলকাতা পুলিশ স্পোর্টস ক্লাব প্রমুখ। আগামী ২ আগস্ট দুপুর ৩টেয় ৬৮ তম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করবেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বিভিন্ন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

ক্লাবে না থেকেও মোহনবাগানের সমস্যা মেটাচ্ছেন দেবাশিষ-সৃঞ্জয়

স্টাফ রিপোর্টার: কিছুদিন আগেই বাগান শিবিরের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন দেবাশিষ ও সৃঞ্জয় বসু। দলের কিছু অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন দুই কর্তা। তারপরই ক্লাব থেকে তাঁদের পুরোপুরি সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও প্রাণাধিক প্রিয় মোহনবাগানের কাজ করতে অসুবিধা হয়নি তাদের। প্রথম সৃঞ্জয়-দেবাশিসের নেতৃত্বে তৈরি কমিটি আগামী মরশুমের দলগঠন করে। এরপর লিগ শুরুর আগে লাস্ট ল্যাপে ক্লাবে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা কাটাতে উদ্যোগী হলেন দুই কর্তা। ক্যামেরুনের দূতাবাসে যোগাযোগ করে দ্রুত আনাহল ডিকার ভিসা। আগে ৬ মাসের ভিসা পেতেন তিনি। কিন্তু ডিকার এবারের ভিসা এক বছরের। এরপর সৃঞ্জয়-দেবাশিষ জানালেন, মিনার্ভা থেকে আসা ফুটবলারদের ট্রান্সফার ফি সংক্রান্ত জটিলতা তারা কাটিয়ে দেবেন। সেই মতো এদিন সকালেই টুটু বোস তাঁর কোম্পানি থেকে টাকা ক্লাবে দিয়ে দেন এবং বিকেলের মধ্যেই মঈনুদ্দিন ও অভিষেকের ট্রান্সফার ফি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুখদেব সিংয়ের ট্রান্সফার ফি দেওয়া হয়নি, কারণ ইস্টবেঙ্গলও তাকে নেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নামার আগে কোচের সঙ্গে ম্যাথেউজ।

সাধের ভলিবল ছেড়ে সাংবাদিকতায় দেবলীনা দলুই

ক্লাস সেভেনে হঠাৎ করেই ভলিবলে সুযোগ পাওয়া। তারপর বিভিন্ন টুর্নামেন্টে খেলা, ভলিবলে সাতবার বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করা, বিভিন্ন ট্রফি জেতা প্রাক্তন মহিলা ভলিবল খেলোয়াড় দেবলীনা দলুইয়ের মুখোমুখি হলেন আমাদের প্রতিনিধি সায়ন্তন সেন।

প্রশ্ন- ১) হঠাৎ ভলিবল খেলার প্রতি আপনার আগ্রহ জন্মাল কেন?

উঃ- ভলিবল খেলা যখন শুরু করি, তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। ভলিবল যে খেলব, ভলিবলে পদক জিতব সেরকম কোনও পরিকল্পনা ছিল না আমার। হঠাৎ করেই একটা সুযোগ আসে। আমার বাড়ির কাছে একটা ভলিবল প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড রয়েছে সেখানে একটা বড় দুর্গাপুজো হয়। ওখানে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিতে গিয়েছিলাম মায়ের সঙ্গে। সেখানেই ক্লাবের কর্মকর্তারা আমাকে দেখে। আমার হাইট ওদের খুব পছন্দ হয়। তখন তারা আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলে আমাকে ভলিবলে ভর্তি করানোর কথা বলেন। মা আমাকে ভলিবলে ভর্তি করান। তখন থেকেই ভলিবল খেলা শুরু। শুরুটা যখন করেছিলাম, তখন ভেবেছিলাম ভলিবল খেললে শরীর সুস্থ থাকবে, রোজ অনুশীলন করার সুযোগ পাব। খেলাটাকে আমি খুব তাড়াতাড়ি ভালবেসে ফেলি এবং ভলিবলের নিয়মকানুনগুলো ধরে নিই।

প্রশ্ন- ২) ভলিবলে আপনি বাংলার হয়ে কতবার খেলেছেন?

উঃ- আমি ভলিবলে সাতবার বাংলাকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছি। ২০০৫ সালে আমার ভলিবল কেরিয়ারের প্রথম বছরই তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাই। আমি চতুর্থ হয়েছিলাম। দ্বিতীয় সুযোগটা আসে সেই বছরই হরিয়ানায়। আমি আমার স্কুলের হয়ে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পাই ও দ্বিতীয় হই। এরপর ২০০৭ সালে কলকাতায় দ্বিতীয়, ওই বছরই উত্তর প্রদেশে প্রথম, ২০০৯ সালে কর্ণাটকে চতুর্থ, সেই বছরই ভুবনেশ্বরে চতুর্থ হই। ভুবনেশ্বরে বাংলার অধিনায়ক ছিলাম আমি। ২০১৪ সালে ভুবনেশ্বরে শেষবার আমি বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাই।

প্রশ্ন- ৩) আপনি ভলিবল খেলায় পরিবারের কতটা সাহায্য পেয়েছেন?

উঃ- আমার বাবা, মা ভলিবল খেলায় অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁরা ভাল-মন্দে সবসময়ই আমার পাশে থেকেছেন। আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

প্রশ্ন- ৪) ভলিবল খেলার সঙ্গে পড়াশোনা, দুটোর মধ্যে কিভাবে ব্যালেন্স করেছেন?

উঃ- (হাসি) ভলিবল খেলায় সময় দিতে গিয়ে আমার পড়াশোনার তো একটু ক্ষতি হতই। তবে আমি খেলার পাশাপাশি পড়াশোনাটাও ঠিকভাবে করার চেষ্টা করতাম। তবে কাজটা কঠিন ছিল।

প্রশ্ন- ৫) কি এমন হল যে হঠাৎ ভলিবল খেলা ছেড়ে দিলেন?

উঃ- (একটু থেমে) ২০০৯ সালে ভুবনেশ্বরে সেমিফাইনাল ম্যাচ চলছিল। আমরা ভাল লড়াই করছিলাম। কিন্তু হঠাতই আমার লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায় এবং আমরা ম্যাচটি হেরেও যাই। আর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য ইস্টার্ন রেলে চাকরির সুযোগ পেলেও সেটা হাতছাড়া হয়। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে লিগামেন্ট অপারেশন হয়। ২০১৩ সালে আমার অ্যাপেনডিক্স অপারেশন হয়। ২০১৪ সালে আবার চোট পাই এবং ভলিবল খেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হই।

প্রশ্ন-৬) ভবিষ্যতে আর ভলিবলে ফেরার কোনও ইচ্ছা নেই? উঃ- যেভাবে চোট-আঘাত আমাকে ভুগিয়েছে, তার জন্য আর ভলিবলে ফেরার ইচ্ছাটাই চলে গেছে। মনে হয় কামব্যাক করলে যদি আবার চোট সমস্যায় পড়তে হয়?

প্রশ্ন-৭) ভলিবল খেলার জন্য জীবনে কোনও বড় সুযোগ পেয়েছেন?

উঃ- ভলিবলে আমার বেশকিছু ন্যাশানাল সার্টিফিকেট থাকার জন্য আমি কোনও পরীক্ষা ছাড়াই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজিতে এম. এ. পড়ার সুযোগ পাই। যেটা আমার জীবনের একটা বড় দিক।

প্রশ্ন-৮) বর্তমানে আপনি কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত? উঃ- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করার পর আমি এখানেই মিডিয়া নিয়ে পড়াশোনা করি। বর্তমানে আমি সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত।

প্রশ্ন-৮) অবসর সময় আপনি কিভাবে কাটান?

উঃ- অবসরে আমি গান শুনি, কবিতা লিখি, কবিতা নিয়ে চর্চা করি। দুটি বাংলা কবিতার ম্যাগাজিনে আমার লেখাও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন-৯) ভলিবল খেলতে গিয়ে কারও প্রেমে পড়েননি?

উঃ- (হাসি) না, সেই সৌভাগ্যটা আমার হয়নি।

কলকাতা লিগে চমক দিতে প্রস্তুত পিয়ারলেস

স্টাফ রিপোর্টার: বড় দলকে আটকে দেওয়ার সব প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে পিয়ারলেস। হাওড়ার মাকরদহ স্টেডিয়ামে পোড় খাওয়া কোচের কড়া নজরে তৈরি হচ্ছে পিয়ারলেস টিম। জায়ান্ট কিলার হিসাবে কলকাতা ময়দানে পিয়ারলেস চিরকাল নজরকাড়া টিম। এবছর স্বপ্নটা আরও বড়। সেই স্বপ্নে বাড়তি মাত্রা যোগ করছেন কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। ময়দানের পরিচিতি মুখের ভিড় পিয়ারলেস ক্লাবে। পঙ্কজ মৌলা, নরহরি শ্রেষ্ঠা, জাগতার সিং, অভিনব বাগ, হীরা মন্ডলের মতো ভাল ফুটবলাররা এবছর পিয়ারলেসের অন্যতম ভরসা। এছাড়াও আছেন বড় দলের এক সময়ের তারকা ফুটবলার রহিম নবি। তিন প্রধান ও ভারতীয় দলের তারকা ফুটবলার নবি গত দু'বছর ধরেই পিয়ারলেসের জার্সিতে খেলছেন। কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছে টিম। বড় দলের চেনা মুখের সঙ্গে পিয়ারলেসের বাজিমাতের অস্ত্র ক্রোমা ও অ্যান্টনি উলফের যুগলবন্দি। লাইব্রেরিয়ান ক্রোমা ও ত্রিনিদাদ টোবাগোর বিশ্বকাপার কলকাতা লিগে তিন বড় দলকে সমস্যায় ফেলার জন্য তৈরি হচ্ছেন। বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য নিজে ক্রোমা ও উলফকে নিয়ে আশাবাদী। এছাড়াও আছেন বালা হাবসির মতো নাইজেরিয়ান।

তিনজন বিদেশি ছাড়াও ভাল মানের ডিফেন্ডারের খোঁজে পিয়ারলেস। ইতিমধ্যে ইমানুয়েল ও বেলো রজ্জাককে দলে নেওয়ার চিন্তা ভাবনা চলছে। কলকাতা লিগে ৮ আগষ্ট প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে পিয়ারলেস। প্রতিপক্ষ এফসিআই।

কলকাতা লিগে ভাল ফলই পাখির চোখ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর। জায়ান্ট কিলারের তকমা সমালোচকরা দিলেও পিয়ারলেস কোচ তা গায়ে মাখতে রাজি নন। বরং প্রতিটি ম্যাচকে মরণবাঁচন লড়াই হিসাবে দেখতে চান। তাই চমক নয় ভাল ফুটবলের জন্য দলকে তৈরি করছেন বিশ্বজিৎ। বড় তিন ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা আছে। সাফল্য-ব্যর্থতা সামনে থেকে দেখেছেন। তাই এবারের লিগের লড়াই অন্যরকম মেনে নিয়ে নতুন জয়ের খোঁজে পিয়ারলেস কোচ।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা